Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Magh 12, 1432 Bangla, January 26, 2026, Monday, No. 26, 56th year

H I G H L I G H T S

The govt & people of Bangladesh have expressed surprise & shock that fugitive Sheikh Hasina, convicted by ICT for crimes against humanity, was permitted to make a statement at a public event in New Delhi - said the Ministry of Foreign Affairs. [BBC: 11]

Awami League will be responsible for any violence and terrorist acts that occur before and on the upcoming national elections--- said interim government. [Jago FM: 17]

BNP Chairman Tarique Rahman has urged the people to be vigilant, stating that conspiracies have started again in the country as before. [BBC: 03]

Jamaat-e-Islami Ameer Shafiqur Rahman has accused many of openly interfering in internal affairs while the people of Bangladesh are making decisions to secure true freedom. [BBC: 03]

DU authorities have condemned the comment made by a Jamaat-e-Islami leader Shamim Ahsan who said DUCSU used to be a "drug den & brothel" before Islamic Chhatra Shibir came to power. [BBC: 12]

Chhatra League leader Saddam has not been granted parole despite deaths of his wife & child. The incident of displaying bodies of wife & child at jail gate is a "clear violation of the constitution & the int'l human rights law," -- Ain O Salish Kendra. [BBC: 12]

Observations by human rights organizations say that horrific picture of deaths in prison custody that existed every year during Awami League govt has not changed even after mass uprising, rather increased. [Jago FM: 17]

Despite good supply, market prices of some products are slightly higher due to increased demand in the upcoming Ramadan. [Jago FM: 19]

Various discussions have begun after BCB said that Shakib Al Hasan is being considered for reinstatement in the national cricket team. [BBC: 05]

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ১২, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ২৬, ২০২৬, সোমবার, নং- ২৬, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত পলাতক শেখ হাসিনাকে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বক্তব্যের সুযোগ দেওয়ায় বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ - পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। [বিবিসি: ১১]

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিনে সংঘটিত যেকোনো সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করা হবে --- জানিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। [জাগো এফএম: ১৭]

দেশে আগের মতো আবারও ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। [বিবিসি: ০৩]

বাংলাদেশের মানুষ যখন মুক্তির সন্ধানে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তখন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনেকে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। [বিবিসি: ০৩]

ইসলামী ছাত্র-শিবির ডাকসুর ক্ষমতায় আসার আগে সেটি `মাদকের আড্ডা ও বেশ্যাখানা ছিল, বলে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার করা মন্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। [বিবিসি: ১২]

স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুতেও প্যারোলে মুক্তির অনুমতি পাননি ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম। কারাফটকে স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ দেখানোর ঘটনা "সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন„--মনে করছে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র। [বিবিসি: ১২]

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পর্যবেক্ষণ বলছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে প্রতি বছর কারা হেফাজতে মৃত্যুর যে ভয়াবহ চিত্র ছিল, গণ-অভ্যুত্থানের পরও তার পরিবর্তন হয়নি বরং বেড়েছে। [জাগো এফএম: ১৭]

ভালো সরবরাহ থাকার পরও রমজান কেন্দ্রিক বাড়তি চাহিদার কিছু পণ্যের বাজারমূল্য খানিকটা বেশি।
[জাগো এফএম: ১৯]

ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে আবার জাতীয় ক্রিকেট টিমে নেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে, বিসিবি,র এমন বক্তব্য সামনে আসার পর এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে। [বিবিসি: ০৫]

বিবিসি

দেশে আগের মতো আবারও ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে : তারেক রহমান

দেশে আগের মতো আবারও ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রোববার চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে এক নির্বাচনি সমাবেশে এ কথা বলেন মি. রহমান। মি. রহমান বলেন, "বিগত ১৫ বছর যেমন আপনাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই রকম একটি ষড়যন্ত্র আবারও শুরু হয়েছে। আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সকলে সজাগ থাকবেন, সর্তক থাকবেন।„ কেউ যাতে জনগণের বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিতে না পারে, সে বিষয়ে আহ্বান জানান মি. রহমান। একইসাথে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে চট্টগ্রামে ইপিজেডের সংখ্যা আরো বাড়াবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এছাড়া, ক্ষমতায় আসলে দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপি চেয়ারম্যান মি. রহমান। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচন নিয়ে লুকোচুরির কোনো ব্যাপার নেই : প্রধান নির্বাচন কমিশনার

নির্বাচন নিয়ে লুকোচুরির কোনো ব্যাপার নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। রোববার দুপুরে, রাজধানীর গুলশানে ওয়েস্টিন হোটেলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সম্পর্কে বিদেশি কূটনীতিকদের জানাতে নির্বাচন কমিশনের আয়োজিত এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন তিনি। বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও মিশনে কর্মরত রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। বৈঠকের পরে এক ব্রিফিংয়ে সিইসি বলেন, "আমরা চাই অলমোস্ট ট্রান্সপারেন্ট একটা ইলেকশন, ক্রেডিবল একটা ইলেকশন, যাতে এখানে কোনো লুকোচুরির ব্যাপার নাই। অ্যাম্বাসেডররা অত্যন্ত খুশি।„ কূটনীতিকরা পোস্টাল ভোট, নির্বাচনের সময় কী পরিমাণ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক মোতায়েন করা হবে এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন বলে জানান সিইসি। "আমরা বুঝিয়েছি, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ আমরা করবো। যাতে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সবাই কেন্দ্রে আসতে পারে, ভোটটা দিতে পারে, ভোটটা দিয়ে যাতে ফিরে যেতে পারে,„ বলেন মি. উদ্দিন। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, র‍্যাব, বিজিবি, আনসারসহ সব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপকসংখ্যক সদস্য নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্রগুলোতে মোতায়েন করা হবে বলে জানান তিনি। ভোটারদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনেকে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করছে : জামায়াতে ইসলামীর আমির

বাংলাদেশের মানুষ যখন মুক্তির সন্ধানে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তখন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনেকে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। রোববার ঢাকা-৬ আসনের জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় জোট প্রার্থীর সমর্থনে গেন্ডারিয়ার ধুপখোলা মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় এ কথা বলেন তিনি। তবে কোন দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, সেটি উল্লেখ করেননি তিনি। তিনি বলেন, "আমরা সম্প্রতি কিছু উৎপাত দেখতে পারছি, এখান থেকে ওখান থেকে বাংলাদেশের মানুষ যখন মুক্তির সন্ধানে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তখন আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনেকে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করছেন। আমরা তাদের প্রতি বিনয়ের সাথে শক্ত কণ্ঠে অনুরোধ জানাবো মেহেরবানি করে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আর নাক গলাতে আসবেন না।„ এখন আর বাংলাদেশের বিষয়ে নাক না গলানোর আহ্বান জানান তিনি। বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করে মি. রহমান বলেন, "সকল সভ্য দেশের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু কারও চোখ রাঙানি আমরা মেনে নেব না। কাউকে প্রভু মানবো না। সবাইকে বন্ধু মানতে রাজি আছি। বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে রাজি আছি। শর্ত একটা এখানে অবশ্যই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সাম্য থাকতে হবে। আর এ জাতি কারো কাছে মাথা নত করবে না।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

কোন আসনে ভোটার ও প্রার্থী সবচেয়ে বেশি, কম কোন আসনে?

কয়েকদিন পরেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন, আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছে রাজনৈতিক দলগুলো ও প্রার্থীরা। নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ ভোটার রয়েছে এই নির্বাচনে। সম্প্রতি সারাদেশের আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন বা ইসি। এতে দেখা গেছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ভোট দিতে পারবেন। এর মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার, নারী ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার এবং হিজড়া ভোটার আছেন এক হাজার ১২০ জন। এবার প্রথমবারের মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসী ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। এই পৌনে ১৩ কোটি ভোটারের মধ্যে ৭ লাখ ৭২ হাজার ভোটার আগামী নির্বাচনে পোস্টাল ভোট দিতে নিবন্ধন সম্পন্ন করার পর তাদের কাছে ব্যালটও পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশন যে আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে দেখা গেছে, সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার গাজীপুরে এবং সবচেয়ে কম ভোটার ঝালকাঠিতে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকার পাশাপাশি, নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে দেখা গেছে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়বেন ১ হাজার ৯৮১ জন প্রার্থী। নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১২ আসনে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আর সবচেয়ে কম প্রার্থী রয়েছে পিরোজপুর-১ আসনে। যদিও প্রার্থিতা বাতিল হওয়ার পর কেউ কেউ তা ফিরে পেতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন উচ্চ আদালতে। আদালতের রায়ে প্রার্থিতা ফেরত আসলে এবারের প্রার্থী সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন এবারের নির্বাচনকে সামনে রেখে আসন-ভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোটারসংখ্যা পৌনে ১৩ কোটিতে পৌঁছেছে। সারাদেশের ভোটের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঢাকা ও গাজীপুরেই ভোটার সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। সারা দেশের আসনভিত্তিক ভোটারের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, সারা দেশে ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার গাজীপুর-২ আসনে। এই আসনে মোট ভোটার রয়েছে ৮ লাখ ৪ হাজার ৩৩৩ জন। এর মধ্যে ৪ লাখ ৪০২জন পুরুষ এবং ৪ লাখ ৩ হাজার ৯১৮জন ভোটার নারী। আর হিজড়া ভোটার রয়েছেন ১৩ জন।

এর পরেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোটার রয়েছে, সাভার-আশুলিয়া অঞ্চল নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৯ আসনে। এই আসনের ভোটার সংখ্যা ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৭০জন। এই আসনে নারী ভোটারের চেয়ে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা বেশি। ঢাকা ১৯ আসনে ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৯০৬ জন পুরুষ ভোটারের বিপরীতে নারী ভোটার রয়েছেন ৩ লাখ ৬৭ হাজার। এই আসনেও হিজড়া ভোটার রয়েছেন ১৩ জন। তৃতীয় সর্বোচ্চ ভোটার গাজীপুর-১ আসনে, ৭ লাখ ২০ হাজার ৯৩৯ জন ভোটার। এর মধ্যে ৩ লাখ ৬০ হাজার ২৩৪ জন পুরুষ, ৩ লাখ ৬০ হাজার ৬৯৩জন নারী এবং ১২ জন রয়েছেন হিজড়া ভোটার। গাজীপুরের দুইটি আসন বাদেও ৭ লাখের বেশি ভোটার রয়েছে নোয়াখালী-৪ আসন। আর ৬ লাখের বেশি ভোটার আছে সাতটি আসনে। সেগুলো হলো- ময়মনসিংহ-৪, সিলেট-১, কুমিল্লা-৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩, ঢাকা-১৮, যশোর-৩ ও কুড়িগ্রাম-২ আসন। পাঁচ লাখের বেশি ভোটার রয়েছে, এমন আসনের সংখ্যা ৫২টি। ৪ লাখের বেশির ভোটার রয়েছে, এমন আসন সংখ্যা ১১৩টি, আর ৩ লাখের বেশি ভোটার আছে, এমন আসনের সংখ্যা ১০৪টি।

ভোটার সংখ্যা কম ঝালকাঠিতে

ঢাকা-গাজীপুর অঞ্চলে ভোটার সংখ্যা বেশি হলেও, এর বিপরীতে কম ভোটার দক্ষিণের জেলা ঝালকাঠিতে। নির্বাচন কমিশন সরবরাহকৃত ভোটার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত ঝালকাঠি-১ আসনে ভোটার রয়েছেন ২ লাখ ২৮ হাজার ৪৩১ জন। কম ভোটারের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যশোর-৬ আসন। এই আসনে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ১৫ হাজার, নারী ভোটার ১ লাখ ১৩ হাজার আর হিজড়া ভোটার দুইজন। ভোটার সংখ্যা কমের দিক থেকে পিরোজপুর-৩ আসনের অবস্থান তিন নম্বরে। এই আসনে ভোটার আছেন ২ লাখ ৪১ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ২২ হাজার, নারী ভোটার ১ লাখ ১৯ হাজার এবং হিজড়া ভোটার একজন। বিভাগীয় শহর খুলনা-৩ আসনেও ভোটার সংখ্যা তুলনামূলক কম। এই আসনে মোট ভোটার ২ লাখ ৫৪ হাজার। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ২৭ হাজার, নারী ভোটার ১ লাখ ২৬ হাজার, আর হিজড়া ভোটার আটজন। পঞ্চম অবস্থানে চট্টগ্রাম-৩ আসন। এই আসনে মোট ২ লাখ ৬০ হাজার ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৩৪ হাজার, নারী ভোটার ১ লাখ ২৫ হাজার আর হিজড়া ভোটার দুই জন। তিন লাখের নিচে ভোটার আছে ঢাকার সবচেয়ে আলোচিত আসন ঢাকা-৮ আসনে। এই আসনে মোট ২ লাখ ৭৫ হাজার ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫২ হাজার, নারী ভোটার ১ লাখ ২২ হাজার এবং হিজড়া ভোটার আছেন একজন। এছাড়াও, মেহেরপুর-২, বাগেরহাট-৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১, লক্ষ্মীপুর-১ আসনেও কম ভোটার সংখ্যা তালিকায় রয়েছে। এই আসনগুলোতেও ভোটার সংখ্যা তিন লাখের নিচে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি আসনের ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী, ব্যালট পেপার মুদ্রণ এবং ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যেহেতু ভোটারদের এবার দুটি ভিন্ন বিষয়ে ভোট দিতে হবে, তাই ভোটগ্রহণ ও গণনায় বাড়তি সতর্কতা এবং অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

কোন আসনে প্রার্থী কম, কোনটিতে বেশি?

এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিবন্ধিত ৬০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৫১টি দল প্রার্থী দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, এবারের নির্বাচনে আড়াই হাজারের বেশি প্রার্থী প্রাথমিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিল। যাচাই-বাছাই ও ইসির আপিল নিষ্পত্তি শেষে গত মঙ্গলবার চূড়ান্ত প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রার্থী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১ হাজার ৯৮১ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৪৯ জন, নারী প্রার্থী ৭৬ জন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি। তাদের প্রার্থী সংখ্যা ২৮৮ জন। নিবন্ধিত নয়টি রাজনৈতিক দল কোনো প্রার্থী দেয়নি। দলগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এমএল), কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদের একাংশ, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, তৃণমূল

বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম। প্রতীক বরাদ্দের পর নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করে জানিয়েছে, এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী তেজগাঁও- ফার্মগেট এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১২ আসনে। আর সবচেয়ে বেশি প্রার্থী পিরোজপুর-১ আসনে।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১২ আসনেই দেশের সব আসনের মধ্যে বেশি প্রার্থী, সেখানে লড়ছেন ১৫ জন। আর সবচেয়ে কম পিরোজপুর-১ আসনে প্রার্থী রয়েছেন মাত্র দুইজন। তাদের একজন বিএনপির এবং একজন জামায়াতে ইসলামীর। রিটার্নিং কর্মকর্তার যাচাই-বাছাই ও ইসির আপিলে অনেক প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে। তাদের কোনো কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন আবার উচ্চ আদালতের আপিলেও ফেরত আসতে পারে। নির্বাচন কমিশন বলছে, আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলে এই প্রার্থী সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

সাকিব আল হাসানকে ফেরানো- বিসিবির আন্তরিক উদ্যোগ, নাকি 'পাবলিসিটি স্টান্ট'

বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে আবার জাতীয় ক্রিকেট টিমে নেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের এমন একটি বক্তব্য সামনে আসার পর এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রায় দেড় বছর ধরে দলের বাইরে রেখে কেন অনেকটা হঠাৎ করে তাকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের পরে আর বাংলাদেশের হয়ে মাঠে নামতে পারেননি সাকিব। নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে ও সংবাদমাধ্যমে সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের দেওয়া বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যে উঠে এসেছে, মূলত রাজনৈতিক কারণেই তাকে দলে ডাকা হচ্ছে না। এরই মাঝে অকস্মাৎ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত অনেককেই অবাক করেছে। সেটিও এসেছে এমন এক সময়ে, যেদিন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আনুষ্ঠানিকভাবে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার একদম হুট করেই, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রায় আট ঘণ্টাব্যাপী এক সভার পরে রাত প্রায় ১০টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা এসেছে।

কোন প্রেক্ষিতে দলে ঢুকতে পারেন সাকিব?

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "সাকিবের অ্যাভেইলেবিলিটি, ফিটনেস ও সংশ্লিষ্ট ভেন্যুতে উপস্থিত থাকার সক্ষমতা থাকলে ভবিষ্যতে তাকে দলে নেওয়ার বিষয়টি বোর্ড ও নির্বাচক প্যানেল বিবেচনা করবে।„ আমজাদ হোসেন জানান, "জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে সাকিবের আগ্রহের কথাও বোর্ডকে জানিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে হোম ও অ্যাওয়ে দুই ধরনের সিরিজে খেলার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সাকিব জানিয়েছেন, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অ্যাভেইলেবল থাকতে চান।„ বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, সাকিবের সঙ্গে আলোচনা করেই এই অবস্থানে আসা হয়েছে। পরিস্থিতি, সময়সূচি ও ভেন্যু বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যতে তার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে বাস্তব পরিস্থিতি ও নির্বাচকদের মূল্যায়নের ওপর।

এখনো রাজনৈতিক বিবেচনা রয়েছে

সাকিব আল হাসান ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে হয়ে যাওয়া বিতর্কিত নির্বাচনে মাগুরা-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনোনয়নপত্র নেওয়ার পর থেকেই সাকিব আল হাসানের দিকে সমালোচনার আঙুল উঠতে শুরু করে। মূলত, প্রশ্ন ওঠে, একজন রানিং ক্রিকেটার সংসদ সদস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়ে দুই দিকেই সামলাতে পারবেন কি না। একই সাথে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের আমলের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তো ছিলই, তার সাথে যুক্ত হয়েছে জুলাই আন্দোলনের ঘটনায় সাকিব আল হাসানের 'নির্লিপ্ত থাকার দায়'। ২০২৪ সালের জুলাই আগস্টে হয়ে যাওয়া ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থানের সময় সাকিব আল হাসান ছিলেন কানাডায়; তিনি আগেই কানাডার একটি টি-টোয়েন্টি লীগে নাম লিখিয়েছিলেন। সারা দেশব্যাপী সংকটময় সময়ে সাকিব আল হাসানের স্ত্রী উম্মে আল হাসান শিশির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টে লিখেছিলেন, 'টরন্টোতে একটি সুন্দর দিন কাটালাম'। যেখানে দেখা যাচ্ছিল, সাকিব হাস্যোজ্জ্বল এবং সময়টা উপভোগ করছেন, বিষয়টি ভালোভাবে নেননি সেই সময়কার আন্দোলনে থাকা ছাত্রদের অনেকেই। সেই পোস্টের পরে সাকিব আল হাসানের প্রতি ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়।

অভ্যুত্থানের পর আরও অনেকের মতোই সাকিবের নাম জড়িয়ে যায় হত্যা মামলায়। এছাড়া, শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায়ও আছে সাকিবের বিরুদ্ধে। তবে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরেও সাকিব আল হাসান বিদেশের মাটিতে পাকিস্তান ও ভারতের বিপক্ষে দলে ছিলেন। তবে, সমস্যা শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দেশের মাটিতে সিরিজের সময়। অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট দিয়ে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিলেও, রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে বিতর্ক ও বিক্ষোভের কারণে দেশে ফেরা হয়নি তার। সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যদি সাকিব আল হাসান দেশে ফিরলে জনরোষের শিকার হন, সেক্ষেত্রে সরকারের

কিছু করার নেই। সেই সময় দলের সঙ্গে যোগ দিতে দুবাই হয়ে ঢাকায় ফেরার পথে সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় মাঝপথ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে হয় তাকে। পরবর্তীতে সাকিব আল হাসান ও সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে বাদানুবাদ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে এক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আসিফ মাহমুদ জানিয়েছেন, সাকিব আল হাসান যাতে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে আর খেলতে না পারেন, সেই নির্দেশনা দেওয়া হবে।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, "শুভ জন্মদিন আপা„। তখন তৎকালীন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে লেখেন, "একজনকে পুনর্বাসন না করায় সহস্র গালি খেয়েছি। আমি নির্বাচন করেছিলাম, রাজনীতিতে লিপ্ত হইনি।„ আসিফ মাহমুদের পোস্টের পর সাকিবও ফেসবুকে প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি লেখেন, "শেষমেষ কেউ একজন স্বীকার করে নিলেন, তার জন্যই আমার আর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেওয়া হলো না, বাংলাদেশকে খেলতে পারছিলাম না!„ এমনিতেই সাকিব আল হাসান তার ক্যারিয়ার জুড়ে নানা ধরনের বিতর্ক তৈরি করেছেন, মাঠে ও মাঠের বাইরে। কখনও মারমুখী অবস্থায় দেখা গেছে, কখনও টিভি ক্যামেরায় অসঙ্গত অঙ্গভঙ্গি করে শাস্তি পেয়েছেন। এছাড়া, নিজের কাঁকড়া ব্যবসা ক্ষেত্রে কর্মীদের বেতন না দেওয়া থেকে শুরু করে, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির মতো অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সাকিবের বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে হত্যা মামলা ও দুর্নীতি দমন কমিশন- দুদকের মামলাও আছে, যদিও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাকিব আল হাসান ছিলেন দুদকের শুভেচ্ছাদূত।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কেটেছে?

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সম্প্রতি জানিয়েছে, দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাকে আবারও বিবেচনায় রাখা হবে এবং জাতীয় দলে ফেরার দরজা খোলা রয়েছে। এমনকি তাকে কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। বিসিবির এই ইতিবাচক অবস্থানের পরও সাকিবের ফেরাকে ঘিরে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা পুরোপুরি কাটছে না। এই বিষয়ে বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন বলেন, "সাকিবের রাজনৈতিক বিষয়টি সরকার দেখবে, বিসিবির এখতিয়ার নয়।„ তবে সরকার না চাইলে পরিস্থিতি বদলাবে কি না, এ নিয়ে বিসিবি স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। তার মানে সাকিব আল হাসানের জন্য ২০২৪ সালে যেমন প্রশ্ন ছিল, এখনো প্রশ্নটা রাজনৈতিকই। বিসিবির পরিচালক আসিফ আকবরের বক্তব্যেই সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি জানিয়েছেন, সাকিব দেশের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছার কথা বোর্ডকে জানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। তবে, ভবিষ্যতে সরকার পরিবর্তন হলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। আসিফ আকবর বলেন, বর্তমান সরকার যদি বিষয়টিতে সম্মতি দেয়, তাহলে সাকিবের ফেরায় সমস্যা নেই। কিন্তু নতুন সরকার এসে ভিন্ন অবস্থান নিলে বিসিবির কিছু করার থাকবে না। তবে, ঠিক এই ইস্যুতেই বিসিবির পরিচালক আসিফ আকবরের ভিন্ন বক্তব্য ছিল কয়েক মাস আগেও। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, সাকিব আল হাসান যদি অনুশোচনা করেন, ক্ষমা চান, তাহলে তিনি দলে ফিরতে পারেন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, সাকিব আল হাসানের দলে ফেরার কোনও সম্ভাবনা দেখেন না তিনি। ২০২৫ সালের নভেম্বরে আসিফ আকবর বলেছিলেন, "সাকিব যদি অনুশোচনাহীন থাকে, তবে আমি সম্ভাবনা দেখি না বাংলাদেশের হয়ে ক্রিকেট খেলার। বর্তমান অ্যাটিটিউডে সেভাবে থাকলে আমি নিজেও চাইব না সাকিব খেলুক।„

ক্রিকেট বোর্ডের 'পাবলিসিটি স্টান্ট'?

বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই সাকিব আল হাসানের ইস্যু সামনে নিয়ে এসেছে। সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোরের ক্রীড়া বিভাগের প্রধান আরিফুল ইসলাম রনি মনে করেন, ক্রিকেট বোর্ড এখন স্মরণকালের সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছে। ক্রিকেটীয় কূটনীতিতে হেরে আইসিসির ভোটাভুটিতে হেরেও বিসিবি ঘোষণা দিয়েছে আইসিসির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। কোনও আইনি লড়াইয়ে যাবে না। এমন সময়ে দেশের ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার ও সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ডকে বিসিবি ইচ্ছা করে সামনে এনেছে বলেই মনে করছেন মি. রনি। এটাকে ক্রিকেট বোর্ডের একরকম 'পাবলিসিটি স্টান্ট' মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এদিকে, ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাজহারুল ইসলাম বলেন, "এই ক্রিকেট বোর্ড কিছুদিন আগেই সংবাদ সম্মেলনে সাকিব আল হাসানের নাম এলে প্রশ্ন এড়িয়ে যেত। এখন নিজেরাই সাকিবের ইস্যু নিয়ে এসে কথা বলছেন।„ ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে সাকিব আল হাসানের নাম লেখা ব্যানার বা প্ল্যাকার্ড লেখাও মাঠে নিয়ে ঢুকতে পারেননি দর্শক- এমন ঘটনাও ঘটেছে। বাধা দিয়েছেন প্রশাসন ও পুলিশ এবং তাদের প্রশ্ন করা হলে উত্তর এসেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকেই এমনটা বলা হয়েছে। ফলে, বিসিবির বর্তমান অবস্থানকে বেশ রহস্যময় বলে বর্ণনা করছেন মাজহারুল ইসলাম। কারণ, সাকিব আল হাসান নিজেই সম্প্রতি এক পডকাস্টে জানিয়েছিলেন তিনি তিন ফরম্যাটে আর একটি সিরিজ খেলে অবসরে যেতে চান। সেক্ষেত্রে অবসরে যেতে চাওয়া একজন ক্রিকেটারকে নিয়ে কেন কেন্দ্রীয় চুক্তির কথা ভাবা হচ্ছে, সেটাও একটা প্রশ্ন, বলছেন মি. ইসলাম।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

'ভালো বাপ, ভালো স্বামী হতে পারিনি, ক্ষমা করিস'

বাগেরহাট সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রামে শনিবার মধ্যরাতে দাফন হয়েছে যশোর কারাগারে বন্দি থাকা ছাত্রলীগ নেতার স্ত্রী গৃহবধূ কানিজ সুবর্ণা ও তার নয় মাস বয়সী শিশু সন্তানের। কিন্তু এই দাফনের আগে শিশুটির পিতা জুয়েল হাসান সাদ্দামের সাথে তার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল যশোর কারাগারের গেটে, যা নিয়ে তোলপাড় চলছে সারা দেশে। ক্ষোভ, অসন্তোষ আর অমানবিকতার অভিযোগে সয়লাব হয়েছে সামাজিক মাধ্যম। "মৃত শিশু দেখা করতে গেছে, তার জীবিত পিতার সাথে„- কবি ইমতিয়াজ মাহমুদের এমন একটি পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর এই লাইনটি ব্যবহার করে পোস্টার ও ফটো কার্ড বানিয়ে শেয়ার করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বহু মানুষ। তবে, ব্যাপক ক্ষোভ, অসন্তোষের পাশাপাশি, কেউ কেউ আবার সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ আমলেও এমন বা এর চেয়ে বেশি অমানবিক ঘটনা ঘটেছে'। বিবিসি বাংলাকে মি. সাদ্দামের ভাই মো. শহীদুল ইসলাম বলেছেন, "বাচ্চাকে জীবিত অবস্থায় কোলে নিতে পারেননি বলে কারাগারের গেইটেও আমার ভাই তাকে আর কোলে নেয়নি। শুধু মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে, আমি ভালো বাপ হতে পারিনি, বাপ ক্ষমা করিস।„ তিনিসহ মোট নয়জন শনিবার যশোর কারাগারের গেটে নিহত স্ত্রী ও সন্তানের সাথে মি. সাদ্দামের শেষ সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, পরিবারের সদস্যরা মি. সাদ্দামের প্যারোলের আবেদন নিয়ে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসকের কাছে গেলেও, সেখান থেকে আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করেই তাদের পাঠানো হয় কারা প্রশাসনের কাছে। বাগেরহাট কারা প্রশাসন থেকেই লাশ নিয়ে তাদের যশোর কারাগারের গেটে গেলে মি. সাদ্দামের সাথে দেখা করানো যাবে- এমন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক আব্দুল বাতেন বলছেন, পরিবারের সদস্য তাদের কাছে যাওয়ার পর তারা বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, আবেদন করতে হবে যশোরে জেল সুপার কিংবা জেলা প্রশাসকের কাছে। "বাগেরহাটের জেল সুপার যশোর কারাগারের সাথে আলোচনাও করেছে। তারা সে অনুযায়ী সাক্ষাতের জন্য যশোরে গেছে। আমরা সহযোগিতা করেছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। অন্যদিকে, যশোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশেক হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তারা এ ধরনের কোনো আবেদনই পাননি। যদিও মানবাধিকার সংগঠকেরা বলছেন, পুরো ঘটনায় রাষ্ট্রের একটি 'অমানবিক চেহারার' বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করেন তারা। তাদের মতে, আবেদনের প্রক্রিয়ার নামে কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে পরিবারকে জেল গেটে গিয়ে লাশ দেখানোর পরামর্শ দেওয়া এক ধরনের 'নিষ্ঠুরতা'।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই আত্মগোপনে ছিলেন বাগেরহাট সদর উপজেলার সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দাম। পরে গত বছর এপ্রিলের শুরুতে গোপালগঞ্জ থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। এরপর থেকে বেশ কয়েকটি মামলায় কারাগারে আছেন তিনি। যদিও তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা কেউ কেউ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন যে, মি. সাদ্দাম আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কলকাতা গিয়েছিলেন। পরে তিনি দেশে ফিরে এসে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় গোপালগঞ্জ থেকে আটক হন এবং তিনি যখন আটক হন, তখন তার স্ত্রী ছিল সন্তান সম্ভবা। তার স্ত্রী বাগেরহাটেই শাশুড়ি ও ননদের সাথে একই বাড়িতেই থাকতেন। "বাচ্চাটা হওয়ার পর তিনি পাঁচবার বাচ্চাকে নিয়ে স্বামীকে আনতে গিয়েছিলেন কারাগারের গেটে। প্রতিবারই বাচ্চাকে তার বাবার কোলে তুলে দেওয়ার আশা নিয়ে যেতেন। কিন্তু প্রতিবারই আবার তাকে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে আবার জেলে নেওয়া হয়েছে। এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন,„ বলছিলেন শহীদুল ইসলাম। শুক্রবার উপজেলা সদরের সাবেকডাঙ্গা গ্রামের বাড়ি থেকে কানিজ সুবর্ণার মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। এ সময় পাশেই ফ্লোরে ছিল তার ৯ মাস বয়সী শিশুর মরদেহ। পরে বাগেরহাটের হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর জানাজায় জুয়েল হাসান সাদ্দামকে আনার জন্য প্যারোলের আবেদন দেওয়ার চেষ্টা করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। কানিজ সুবর্ণার ভাই শাহ নেওয়াজ আমিন শুভ বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন যে, পারিবারিকভাবে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সাদ্দামের মামা জেলা প্রশাসন বরাবরে আবেদন করলেও, তারা সেটি গ্রহণ করেনি। পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা অনুযায়ী, বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদনের পর তাদের পাঠানো হয় জেল সুপারের কাছে। এরপর তিনি পাঠান জেলারের কাছে। "জেল অফিস থেকেই বলা হয়, লাশ নিয়ে যশোর যান, সেখানে ৫ মিনিট সময় পাবেন। এ নিয়ে কোনো হাউকাউ করবেন না,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন পরিবারের একজন সদস্য। শহীদুল ইসলাম অবশ্য বলছেন, শনিবার বিকেলে তারা বাগেরহাট থেকে ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্সে করে যশোরে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে রাত ৮টার দিকে রওয়ানা দিয়ে আবার রাত ১১টায় বাগেরহাটে এসে জানাজার পর দাফন কার্যক্রম শেষ করেন।

'বাচ্চাকে কোলে নেয়নি তার বাবা'

যশোর কারা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বন্দিকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার এখতিয়ার জেলা প্রশাসকের। সেই অনুমতি না থাকায় লাশ নিয়ে কারাফটকে আসার পর মানবিক বিবেচনাতেই তারা জুয়েল হাসান সাদ্দামকে দেখার সুযোগ করে দেন। দুটি মৃতদেহের সাথে পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য কারাফটকে পৌঁছানোর পর ৫ মিনিট সময় দিয়ে মি. সাদ্দামকে সেখানে আনা হয়। তখন তার হাতে হাতকড়া ছিল না। "তিনি বাচ্চাটাকে আর কোলে নেননি।

আমাদের বললেন জীবিত থাকতেই তো নিতে পারলাম না। এখন আর নিয়ে কী করবো। এরপর বাচ্চাটার মাথায় বুলিয়ে বললেন, আমি ভালো বাপ হতে পারিনি, বাপ ক্ষমা করিস। ভালো স্বামী হতে পারি নাই, ক্ষমা করিস। এরপর সেখান থেকে এক টুকরো মাটি তুলে আমাকে দিয়ে বলেন, আমার বউ বাচ্চার কবরে দিয়ে দিস। আমরা তাই করেছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. সাদ্দামের ভাই শহীদুল ইসলাম। এরপর সেখান থেকে আবার বাগেরহাটে আনার পর রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ দু-জনকে দাফন করা হয় বলে জানিয়েছেন তিনি।

শোরগোল, তুমুল প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভ

শুক্রবার রাত থেকেই ঝুলন্ত কানিজ সুবর্ণা ও তার শিশু সন্তানের নিথর মরদেহের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। এক পর্যায়ে কিছু সংবাদমাধ্যমেও খবরটি উঠে আসে। এরপর তাদের মৃতদেহ দেখতে ও জানাজায় অংশ নিতে প্যারোলের আবেদন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খবর প্রচার হতে থাকে। এক পর্যায়ে শনিবার কারাফটকে মৃত স্ত্রী-সন্তানের সাথে জুয়েল হাসান সাদ্দামের সাক্ষাতের ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। এমন একটি ছবিতে সেখানে থাকা কয়েকজন পুলিশ সদস্যকেও কান্নায় চোখ লুকাতে দেখা যায়। এরপর নানা ধরনের গ্রাফিক্স, ছবি ও লেখনিতে সয়লাব হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যম। "মৃত শিশু দেখা করতে গেছে, তার জীবিত পিতার সাথে„- কবি ইমতিয়াজ মাহমুদের এমন একটি পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর এই লাইনটি ব্যবহার করে পোস্টার ও ফটো কার্ড বানিয়ে শেয়ার করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বহু মানুষ। কেউ কেউ বন্দি ছাত্রলীগ নেতাকে প্যারোলে মুক্তি না দেওয়ার ঘটনাটিকে নির্দয় ও অমানবিক বলছেন, আবার কেউ বলছেন, আওয়ামী লীগ আমলেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। আবার কেউ বলছেন, আগে ঘটলেও এখনো কেন এমন ঘটনা ঘটবে।

মানবাধিকার সংগঠক নূর খান লিটন বলছেন, এ ঘটনায় রাষ্ট্র ও আইন-কানুনের নির্মমতার দিকটি আবারও উন্মোচিত হয়েছে। "অথচ বাগেরহাট ও যশোর জেলা প্রশাসন একটু মানবিক হলেই একজন বন্দি তার মৃত স্ত্রী- সন্তানকে যথাযথভাবে শেষ বিদায় জানানোর সুযোগ পেতেন,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন বা এমএসএফ এর সম্পাদক সাইদুর রহমান বলছেন, প্যারোলের আবেদন নিয়ে প্রশাসন এখন যা বলছে, তা মোটেও সত্যি নয় বলে তাদের কাছে তথ্য আছে। "লিখিতভাবেই বাগেরহাট ও যশোর কারাগারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা কোনো গুরুত্বই দেয়নি। এটাই বাস্তবতা। সব মিলিয়ে যা হয়েছে, তা একটা অপরাধ। আগে এমন ঘটনায় হাতকড়া বা ডান্ডাবেড়ি দিয়ে রাখলেও অন্তত প্যারোলটা হতো। কিন্তু এখন তো প্যারোলটাই হচ্ছে না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

যদিও স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর পরেও প্যারোলে মুক্তি না হওয়ার ঘটনায় তুমুল সমালোচনার প্রেক্ষাপটে সংবাদমাধ্যমে একটি বিবৃতি পাঠিয়েছে যশোর জেলা প্রশাসন। সেখানে বলা হয়েছে, "বাগেরহাট কারাগার থেকে গত ১৫ ডিসেম্বর যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আগত বন্দি জুয়েল হাসান সাদ্দাম নামক ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তান মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর কিংবা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর প্যারোলে মুক্তির কোনো ধরনের আবেদন করা হয়নি।„ "বরং পরিবারের মৌখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে কারা কর্তৃপক্ষ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে মানবিক দিক বিবেচনায় কারা ফটকে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করে,„ বিবৃতিতে বলেছে জেলা প্রশাসন। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতেও বলা হয়েছে, "স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুতে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বন্দি জুয়েল হাসান সাদ্দাম-এর প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে তার পরিবারের পক্ষ থেকে যশোর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর কোনো আবেদন করা হয়নি।„ এতে বলা হয়, "সাদ্দামের পরিবারের মৌখিক অভিপ্রায় অনুযায়ী যশোর জেলগেটে স্ত্রী ও সন্তানের লাশ দেখানোর সিদ্ধান্ত হয়। মানবিক দিক বিবেচনা করে এ বিষয়ে যশোর জেলা প্রশাসন ও যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হয়েছে।„ তবে, পরিবারের সদস্যরা বলছেন, তারা আবেদন করলেও সেটা আমলে নেওয়া হয়নি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

মুক্তিযুদ্ধের খবর প্রকাশ করে যেভাবে বাংলাদেশের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন মার্ক টালি

বিবিসির 'ভয়েস অব ইন্ডিয়া' খ্যাত সাবেক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক স্যার মার্ক টালি মারা গেছেন। নব্বই বছর বয়সী মি. টালি রোববার ভারতের নয়াদিল্লিতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে বিবিসিকে নিশ্চিত করেন তার সাবেক সহকর্মী সতীশ জ্যাকব। ইংরেজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, মি. টালির জীবনের চারভাগের তিনভাগই কেটেছে ভারতে। তিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে দিল্লিতে বিবিসির ব্যুরো প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ওই সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানের সামরিক শাসন, ভারতের জরুরি অবস্থা ও শিখ বিদ্রোহ, ইন্দিরা ও রাজিব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড, জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসি, শ্রীলঙ্কায় তামিল টাইগারদের বিদ্রোহ, আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনসহ দক্ষিণ এশিয়ার আরও অনেক বড় বড় ঘটনার সাক্ষী হন মি. টালি, যেগুলো নিয়ে তিনি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেন। এর মধ্যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণের মুখে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা কঠিন হয়ে

পড়েছিল, তখন বিবিসিতে নিয়মিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের খবরা-খবর ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন মার্ক টালি।

"তখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিবিসি মানেই ছিল মার্ক টালি। যাদের বাড়িতে তখন রেডিও ছিল, তারা সকাল-সন্ধ্যা রেডিওতে কান পেতে অপেক্ষা করতেন বিবিসিতে তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন গবেষক ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধকালে নিরপেক্ষভাবে খবর প্রকাশ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য পরবর্তীতে মার্ক টালিকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' দেয় দেশটির সরকার। ওই সম্মাননা নিতে ২০১২ সালে শেষবার ঢাকায় এসেছিলেন বিবিসি'র সাবেক এই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাসখানেক পর, অর্থাৎ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে সংবাদ সংগ্রহে ঢাকায় আসেন বিবিসি'র সাংবাদিক মার্ক টালি। পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকার ওই একবারই মি. টালিসহ দু-জন বিদেশি সাংবাদিককে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দিয়েছিল। একাত্তরের ওই সফরে প্রায় দু-সপ্তাহ তিনি বাংলাদেশে ছিলেন। তখন ঢাকা থেকে সড়ক পথে রাজশাহী গিয়েছিলেন মার্ক টালি। "আমার সাথে তখন ছিলেন ব্রিটেনের টেলিগ্রাফ পত্রিকার যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদদাতা ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ। আমরা যেহেতু স্বাধীনভাবে ঘুরে বেরিয়ে পরিস্থিতি দেখার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমাদের সংবাদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল,„ ২০১৬ সালের মার্চে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন মার্ক টালি। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সেসময় যুদ্ধের যে ভয়াবহতা নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেগুলো নিয়ে বিবিসিতে সরেজমিনে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তিনি। "আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ হয়েছে। আমি ঢাকা থেকে রাজশাহী যাবার পথে সড়কের দু-পাশে দেখেছিলাম যে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. টালি।

কীভাবে খবর সংগ্রহ করতেন?

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ঢাকা থেকে বের হওয়া প্রায় সব সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায়, সেগুলোর কিছুই তখন ছিল না। তৎকালীন সামরিক সরকারের পাঠানো বিবৃতি এবং তাদের নির্দেশিত খবরাখবরই ছাপা হতো। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা-নির্যাতন কিংবা মুক্তি বাহিনীর রুখে দাঁড়ানোর কোনো খবর সেসময়ের স্থানীয় গণমাধ্যম গুলোতে প্রকাশ হতে দেখা যেত না। আবার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বা ভারতীয় গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের যে-সব খবর প্রকাশ হতো, সেখানেও অনেক সময় সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়া যেত না বলে জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক আফসান চৌধুরী। "ফলে মানুষের কাছে তখন সঠিক ও নিরপেক্ষ খবর পাওয়ার বড় একটা ভরসার জায়গা হয়ে ওঠে বিবিসি'র মতো কিছু পশ্চিমা গণমাধ্যম,„ বলছিলেন মি. চৌধুরী। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে নিয়মিতভাবে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে খবরাখবর ও বিশ্লেষণ প্রচার করতো বিবিসি। "বিবিসির সাংবাদিক হিসেবে মার্ক টালি তখন নিরপেক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতেন এবং তার সংবাদ উপস্থাপনের ভঙ্গিও ছিল চমৎকার। সেই কারণে তার নাম মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. চৌধুরী।

একাত্তরের এপ্রিলে মার্ক টালিকে ঢাকায় ঢুকতে দিলেও দুই সপ্তাহের বেশি অবস্থান করতে দেয়নি তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক সরকার। "পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছাল এবং তারা মনে করল যে, পরিস্থিতির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে, তখনই তারা আমাদের আসার অনুমতি দিয়েছিল,„ বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলছিলেন মার্ক টালি। পরবর্তীতে লন্ডনে বসে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞসহ মুক্তিযুদ্ধের নানান খবর বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন মার্ক টালি। "যুদ্ধকালীন অধিকাংশ সময় আমি লন্ডনেই অবস্থান করেছি। তখন সেখানে বসে যুদ্ধের নানাদিক নিয়ে বিশ্লেষণ এবং মন্তব্য লিখেছি এবং প্রচার করেছি। যে-সব খবরা-খবরের উপর ভিত্তি করে এসব লিখতাম, তার বেশিরভাগই আসত কলকাতা থেকে,„ বলেন মি. টালি। "যখন শরণার্থী সংকট শুরু হলো, তখন তাদের কাছ থেকে নানা ধরনের খবরা-খবর পাওয়া যেত। নিজামউদ্দিন নামের আমাদের বেশ ভালো একজন সংবাদদাতা ছিলেন। তিনি দেশের ভেতরেই অবস্থান করছিলেন। তিনিও খবরা-খবর পাঠাতেন। যুদ্ধের শেষের দিকে তাকে হত্যা করা হয়,„ যোগ করেন তিনি।

এছাড়া, সহকর্মী ও পরিচিতজনদের মধ্যে তখন যারা বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন, তাদের কাছ থেকেও মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করতেন বলে জানান মার্ক টালি। "আমাকে অনেক সহায়তা করেছিল লন্ডনে অবস্থিত বিবিসি বাংলা বিভাগের সহকর্মীরা। তাদের অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দেশে থাকত। তাদের সাথে বাংলা বিভাগের সহকর্মীরা যোগাযোগের চেষ্টা করতেন বিভিন্ন উপায়ে। সেসব তথ্য আমার কাজে লাগত, মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন মি. টালি।

ধর্ম যাজক হতে চেয়ে যেভাবে সাংবাদিক হন

১৯৩৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা শহরে জন্ম হয় মার্ক টালির। তার বাবা ছিলেন ইংরেজ, মা বাঙালি। দার্জিলিংয়ের একটি বোর্ডিং স্কুলে পাঁচ বছর পড়াশোনা করার পর নয় বছর বয়সে তিনি ব্রিটেনে চলে যান। "ইংল্যান্ডের একটি পাবলিক স্কুলে পড়েছিলাম। এটি ছিল ছেলেদের জন্য একটি স্কুল। আমি যদি খারাপ ব্যবহার করতাম বা

ঠিকমতো পড়াশোনা না করতাম, তাহলে শিক্ষকরা আমাকে প্রচণ্ড মারধর করতেন। তারপর আমি দুই বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করি, কিন্তু আমার মোটেও ভালো লাগেনি,„ ২০০৯ সালে বিবিসি হিন্দিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন মি. টালি। এরপর খ্রিষ্টান যাজক হওয়ার ইচ্ছা মনে জাগে তার। "আমি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, যেখানে আমি ইতিহাস এবং ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করি। আমি পুরোহিত হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু পড়াশোনা শেষ করতে পারিনি,„ বলেন মার্ক টালি।

এরপর চার বছর ধরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন মি. টালি। "সেটি বয়স্কদের নিয়ে কাজ করত। পরে ঘটনাক্রমে আমি একটি বিজ্ঞাপন দেখে বিবিসিতে আবেদন করি,„ বিবিসি হিন্দিকে বলেন মি. টালি। ১৯৬৪ সালে তিনি বিবিসিতে যোগ দিয়েছিলেন একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে। পরে নয়াদিল্লিতে এসে সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি। "যখন আমি ভারতে আসি, তখন বিবিসির কর্মী ছিলাম। সেখানে খুব বেশি কাজ ছিল না। পরে আমি নিজেই সাংবাদিক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম,„ বলেন মার্ক টালি। ১৯৭৫ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করার পর, ২৪ ঘণ্টার নোটিশে তাকে দেশটি থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্রায় ১৮ মাস পর দিল্লিতে ফিরে বিবিসির ব্যুরো প্রধান হন মার্ক টালি।

২০১২ সালে মার্ক টালিকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' দেয় দেশটির সরকার

১৯৯২ সালে উত্তর ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হিন্দু কট্টরপন্থিদের রোষানলে মুখেন মার্ক টালি। তাকে কয়েক ঘণ্টা ধরে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পরে একজন হিন্দু পুরোহিতের সাহায্যে সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। নব্বইয়ের দশকে বিবিসির তৎকালীন মহাপরিচালক জন বার্টের সঙ্গে বিরোধের জেরে ১৯৯৪ সালে বিবিসি ছাড়েন মার্ক টালি। এরপর তিনি দিল্লিতে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং উপস্থাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে তিনি ১৯৯২ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০০৫ সালে পদ্মভূষণ সম্মাননায় ভূষিত হন, যা একজন বিদেশি নাগরিকের জন্য এক অনন্য ঘটনা। এর বাইরে, ২০০২ সালে মি. টালিকে 'নাইট' উপাধি পান। ওই পুরস্কারকে 'ভারতের জন্য সম্মানের' বলে বর্ণনা করেছিলেন তিনি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তার বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'নো ফুল স্টপস ইন ইন্ডিয়া' বইটিকে তার লেখা অন্যতম সেরা বই হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর আগে, মার্ক টালির প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। 'অমৃতসর: মিসেস গান্ধী'স লাস্ট ব্যাটেল' নামের ওই গ্রন্থে শিখ বিদ্রোহীদের দমনে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযান 'অপারেশন ব্লু স্টারে'র বিষয়ে নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি হাইকোর্টের

আদালতের আদেশ অমান্য করায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দের করা একটি আদালত অবমাননার আবেদনে এই আদেশ দিয়েছে হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ। `কৃষক-শ্রমিক-জনতা পার্টি, নামে একটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য সিইসি বরাবর এর আগে একটি আবেদন করেছিলেন মি. আকন্দ। গত বছরের ২৭ আগস্ট সেই আবেদনটি নিষ্পত্তি করতে সিইসিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। কিন্তু সিইসি সেই আদেশ বাস্তবায়ন না করায় আদালত অবমাননার আবেদনটি করেছেন মি. আকন্দ। সেটির প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট এই রুল দিয়েছেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

বিবিসির সাবেক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক স্যার মার্ক টালি মারা গেছেন

বিবিসির সাবেক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক স্যার মার্ক টালি মারা গেছেন। নব্বই বছর বয়সে রোববার নয়াদিল্লিতে মারা গেছেন তিনি। বিবিসি হিন্দিতে প্রকাশিত এক খবরে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন মি. টালি। তিনি ১৯৬৪ সালে বিবিসিতে চাকরি নেন। ১৯৬৫ সালে ভারতের দিল্লিতে দায়িত্ব নিয়ে আসেন। বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মূলত খবর সংগ্রহ করেছেন তিনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে তিনি একাত্তরের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন বলে বিবিসি বাংলার এক খবরে বলা হয়েছে। সেই প্রথম এবং শেষবারের মতো পাকিস্তানি সরকার দুইজন সাংবাদিককে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দিয়েছিল। মার্ক টালি বলছিলেন, ১৯৭১ সালের সেই সফরে তিনি ঢাকা থেকে সড়ক পথে রাজশাহী গিয়েছিলেন। "পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছাল এবং তারা মনে করল যে, পরিস্থিতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে, তখনই তারা আমাদের আসার অনুমতি দিয়েছিল। আমার সাথে তখন ছিলেন ব্রিটেনের টেলিগ্রাফ পত্রিকার যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদদাতা ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ।„ "আমরা যেহেতু স্বাধীনভাবে ঘুরে বেরিয়ে পরিস্থিতি দেখার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমাদের সংবাদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ হয়েছে। আমি ঢাকা

থেকে রাজশাহী যাওয়ার পথে সড়কের দু'পাশে দেখেছিলাম যে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে,„ সেসময় বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখায় মার্ক টালিকে ২০১২ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' দিয়েছে বাংলাদেশ। বিবিসি থেকে অবসরে যাওয়ার পরে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

ছাত্রলীগ নেতার প্যারোল প্রসঙ্গে করা প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বললেন, 'কৃষি ছাড়া বলবো না'

নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বাগেরহাট সদর উপজেলার নেতাকে স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ দেখার জন্য প্যারোলে মুক্তির প্রসঙ্গে কোনো কথা বলতে চাননি স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে কথা বলতে চাননি তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই ছাত্রলীগ নেতার স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর পর প্যারোলে মুক্তি না দেওয়া এবং জেলগেটে দূর থেকে দেখার বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে বলে সাংবাদিকরা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে। কিন্তু মি. আলম বলেন, "না, আমি কৃষি ছাড়া কোনো উত্তর দেবো না। আমি কৃষি ছাড়া বলবো না। আপনারা কৃষির উপরে জিজ্ঞেস করেন।„ এ সময় একজন সাংবাদিক তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনি ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের কারো জামিন দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন, এটা নিয়ে তোলপাড় হয়ে গেছে।„ এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের জামিন দেওয়া না। আমি ক্রিমিনালদের জামিন দেওয়ার বিরুদ্ধে।„ এ সময় বারবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা কৃষির ওপরে প্রশ্ন করতে সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন। কিন্তু সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকরা বারবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে এ বিষয়ে কথা বলতে হবে এবং তিনি দায়বদ্ধ বলে উল্লেখ করলেও, কোনো উত্তর দেননি তিনি। "আমি দায়বদ্ধ না,„ বলেন তিনি। বাগেরহাট সদর উপজেলার ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের স্ত্রী কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালী ও নয় মাসের শিশু সন্তান সেজাদ হাসান নাফিজের মরদেহ দেখার জন্য প্যারোলে মুক্তি পাননি। এর আগে, গত শুক্রবার দুপুরে সাদ্দামের বাড়ি থেকে স্বর্ণালীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পাশেই পড়ে ছিল তার নয় মাস বয়সী ছেলে সেজাদ হাসান নাজিফের দেহ। যেটির ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায় ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তবে, তার প্যারোলের আবেদন করা ও না করা নিয়ে তার এবং যশোর জেলা প্রশাসনের দুই ধরনের বক্তব্য রয়েছে। সাদ্দাম বর্তমানে যশোর জেলা কারাগারে আছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে কোনো আবেদন করা হয়নি : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বাগেরহাট সদর উপজেলার সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তি চেয়ে যশোর জেলা প্রশাসক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ কারো কাছে কোনো আবেদন করা হয়নি বলে দাবি করেছে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রোববার দুপুরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী তার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে না চাইলেও, বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো একটি বক্তব্যে এ কথা জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য উল্লেখ করে এতে বলা হয়েছে, "স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুতে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বন্দি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে তার পরিবারের পক্ষ থেকে যশোর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর কোনো আবেদন করা হয়নি।„ এই বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, "সাদ্দামের পারিবারের মৌখিক অভিপ্রায় অনুযায়ী, যশোর জেলগেটে স্ত্রী ও সন্তানের লাশ দেখানোর সিদ্ধান্ত হয়।„ মানবিক দিক বিবেচনা করে, এ বিষয়ে যশোর জেলা প্রশাসন ও যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হয়েছে বলেও তাদের পাঠানো বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হয়েছে উল্লেখ করে যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিক নয় বলে দাবি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে, বিবিসি বাংলার কাছে পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত করেছে, প্রথমে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসকের কাছে তারা প্যারোলের জন্য আবেদন করেছিলেন। সেখান থেকে তাদের যশোরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তারা যশোরের জেলা কারাগারেও আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তাদের সেই আবেদন গ্রহণ করা হয়নি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

ভারতে হাসিনাকে বক্তব্য দিতে দেওয়া দেশের গণতন্ত্র ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ভারতে বসে প্রকাশ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'উস্কানিমূলক' বক্তব্য দিতে দেওয়ায় বিস্ময় ও হতাশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তার এসব বক্তব্য বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে দাবি করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করার এবং আসন্ন নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার জন্য মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ও পলাতক শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্যে যে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের সরকার বিস্মিত ও হতাশ হয়েছে।„ শুক্রবার ভারতের নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আওয়ামী লীগের নেতারা। 'সেভ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ', অর্থাৎ 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র

বাঁচাও' শীর্ষক ওই সেমিনারে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি রেকর্ড করা অডিও ভাষণ শোনানো হয়। ওই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেছে, যার অন্যতম হলো জাতিসংঘকে আমন্ত্রণ করে বিগত বছরের ঘটনাবলির 'নিরপেক্ষ তদন্তের' দাবি, যাতে, তাদের ভাষায়, 'খাঁটি সত্যটা' জানা যায়। এছাড়াও, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, মব সন্ত্রাসের সংস্কৃতি, সংখ্যালঘু এবং বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী আর সাংবাদিকদের ওপরে আক্রমণ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয় "বিশ্বের নজরে„ আনার জন্য। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে, পর পর দুই সপ্তাহে ভারতের রাজধানী শহরে আওয়ামী লীগ নেতাদের দুটি সংবাদ সম্মেলনে আসেন আওয়ামী লীগের নেতারা। এসব প্রসঙ্গ টেনে রোববার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "দুই দেশের মধ্যে থাকা দ্বিপাক্ষিক প্রত্যপর্ণ চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের সরকার বারবার অনুরোধ করার পরেও, ভারত শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করেনি, যা বাংলাদেশকে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। বরং ভারত তাকে নিজেদের মাটিতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এরকম উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এটা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি।„ ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের রাজধানীতে বসে এরকম বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া দুই দেশের সম্পর্কের জন্য অন্তরায়। বিশেষ করে সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অন্য দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং প্রতিবেশীসুলভ আচরণ নয়। এর ফলে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, "আওয়ামী লীগ নেতাদের দেওয়া এরকম উসকানিমূলক বক্তব্য আবারও প্রমাণ করেছে যে, কেন অন্তর্বর্তী সরকার দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের দিন সংঘটিত সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের দায়ী করা হবে এবং তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

কারা ফটকে মরদেহ দেখানো 'সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন'

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছাত্রলীগ নেতা জুয়েল হাসান সাদ্দাম প্যারোলের আবেদন করলেও, মুক্তি না দিয়ে কারাফটকে স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ দেখানোর ঘটনা "সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন„ বলে মনে করছে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র। বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মি. সাদ্দামের পরিবারের পক্ষ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারোলের আবেদনটি করা হয়েছিল। এক সংবাদ বিবৃতিতে আসক সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বলেছে, বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান আইনি সুরক্ষার অধিকারী এবং কোনো ব্যক্তিকে নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর দণ্ড বা আচরণের শিকার করা যাবে না। একজন বিচারাধীন বন্দি হিসেবে মি. সাদ্দামকে এসব সাংবিধানিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত নন বলে মনে করছে এই মানবাধিকার সংগঠনটি। "অথচ তার স্ত্রী ও শিশু সন্তানের মৃত্যুজনিত চরম মানবিক পরিস্থিতিতে পরিবারের আবেদন থাকা সত্ত্বেও, প্যারোলে মুক্তি না দেওয়া এবং জানাজা ও দাফনে অংশগ্রহণের সুযোগ অস্বীকার করা, কার্যত তাকে অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণের শিকার করেছে, যা সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদের সরাসরি ব্যত্যয়„ বলে মনে করছে আসক। এ ঘটনায় উচ্চআদালতের স্বপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণেরও সুযোগ রয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে আসক। একইসাথে, প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী, পরিবার আবেদন জানালেও ওই বিধান প্রয়োগ না করা "আইনের উদ্দেশ্য ও ন্যায্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে„ বলে জানিয়েছে এই মানবাধিকার সংগঠনটি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

ডাকসু `মাদকের আড্ডা ও বেশ্যাখানা ছিল, জামায়াত নেতার বক্তব্যের নিন্দা ঢাবি কর্তৃপক্ষের

ইসলামী ছাত্র-শিবির ডাকসুর ক্ষমতায় আসার আগে সেটি `মাদকের আড্ডা ও বেশ্যাখানা ছিল, বলে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার করা মন্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওই নেতা দলটির বরগুনা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মো. শামীম আহসান। শনিবার রাতে বরগুনার পাথরঘাটায় বরগুনা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সুলতান আহমেদের নির্বাচনি জনসভায় এই কথা বলেন তিনি। মি. আহসান বলেন, "ডাকসু নির্বাচনের পরে যে ডাকসু মাদকের আড্ডা ছিল, যে ডাকসু বেশ্যাখানা ছিল, সেটা ইসলামী ছাত্র-শিবির পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। এই বাংলাদেশ থেকে সকল প্রকার অন্যায়, সকল প্রকার চাঁদাবাজি, সকল প্রকার দুর্নীতি এটা উৎখাত করতে জামায়াতে ইসলামী সক্ষম।„ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের পাঠানো এক বিবৃতিতে জামায়াতের ওই নেতার বক্তব্যকে "কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন বক্তব্য„ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। "বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, অশালীন ও অর্বাচীন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তার এই বক্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমর্যাদা, সুনাম, ঐতিহ্য ও সম্মানকে চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে,„ বিবৃতিতে বলেছে ঢাবি। অবিলম্বে তার এই বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একইসাথে এ ধরনের "অর্বাচীন বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য„ সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে ঢাবি প্রশাসন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

পদ্মা সেতু, কর্ণফুলি টানেল অযাচিত প্রকল্প : বাণিজ্য উপদেষ্টা

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা পদ্মা সেতু ও কর্ণফুলি টানেল প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন বলেছেন, সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন রকমের অযাচিত ও অপরিণামদর্শী যে প্রকল্প ব্যয় করা হয়েছে, তার প্রতিফলন দেশের নিত্যপণ্যের বাজারে পড়েছে। রোববার বিকেলে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি। ঋণভিত্তিক ব্যয় থেকে বাংলাদেশ আয় তৈরি করতে পারেনি এবং আওয়ামী লীগের সরকারের আমলে নানা ধরনের অযাচিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন মি. উদ্দিন। তিনি বলেন, "আমরা ঋণভিত্তিক যে ব্যয়গুলো করেছি, তা আমার আয় তৈরি করতে পারেনি। তার ফলে আমার টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে এবং বিভিন্ন রকম দীর্ঘমেয়াদি দায় তৈরি হয়েছে। যে কারণে আমাদেরকে আইএমএফের কাছ থেকেও লোন নিতে হয়েছে। বিগত আওয়ামী সরকারই যে চার বিলিয়ন ডলারের লোনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এই সামগ্রিকতার বিচারে শুধু যে পদ্মা সেতু, তা না এটা কর্ণফুলি টানেলও। বিভিন্ন রকমের যে অযাচিত এবং অপরিণামদর্শী প্রকল্প ব্যয় করা হয়েছে, তার সামগ্রিক রিফ্লেকশান এসেছে আমাদের নিত্যপণ্যের বাজারে।„ বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান, অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প যেগুলো পাঁচ বা দশ শতাংশ হয়েছে, তা বাতিল করেছে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় যে-সব প্রকল্প ৭০ শতাংশের বেশি হয়ে গেছে, সেগুলোর ব্যয় বেড়ে গেছে। বাদ দেওয়া যায়নি সেসব প্রকল্প।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

মেহেরপুর কারাগারে বন্দি একজন আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দি গোলাম মোস্তফা নামে একজন আওয়ামী লীগ নেতা মারা গেছেন। কার্যক্রম নিষিদ্ধ এই দলটির মেহেরপুর জেলার সদস্য এবং মহাজনপুর ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ছিলেন মি. মোস্তফা। শনিবার দিবাগত রাত প্রায় ৩টায় কারাগারেই অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে সকালে ৭টায় সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মো. আমান উল্লাহ বিবিসি বাংলাকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, "খুলনা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তিনি স্ট্রোক করেছিলেন।„ মি. মোস্তফাকে গত বছরের ডিসেম্বরে হত্যা এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের দুইটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০১.২০২৬ এলিনা)

ভালুকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ, আহত ৩০ জন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণাকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহের ভালুকায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ৩০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। রোববার বিকেল ৫টার পরে ভালুকা বাসস্ট্যান্ড ও হবিরবাড়ি এলাকায় এই সংঘর্ষ শুরু হয়, রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত চলে। তবে, রাত ১০টায় ভালুকা থানার পুলিশ বিবিসি বাংলাকে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, সংঘর্ষ কিছুক্ষণ আগে থেমেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানায়, ভালুকা উপজেলার স্বতন্ত্র প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও বহিষ্কৃত হওয়া মুহাম্মদ মোর্শেদ আলমের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করছিলেন তার সমর্থকরা। এ সময় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ফখর উদ্দিন বাচ্চুর সমর্থকরা তাদের বাধা দেয়। তাদের হামলায় বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা মি. আলমের একজন কর্মী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পরেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং ভালুকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। দফায় দফায় সংঘর্ষে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

ইউক্রেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনাকে গঠনমূলক বলেছেন জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন যে, তার দেশ, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনা গঠনমূলক হয়েছে। প্রথম ত্রিপক্ষীয় এই আলোচনা শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে শুরু হয় এবং দুইদিন ধরে চলে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রতিনিধিরা ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণসহ আঞ্চলিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে, এই বিষয়ে কিইভ এবং মস্কোর মধ্যে এখনো অনেক দূরত্ব রয়ে গেছে। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেলেনস্কি পোস্ট করেন যে, "যুদ্ধ শেষ করার সম্ভাব্য পরামিতিগুলো আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল।„ তিনি আরও লিখেছেন, "মার্কিন পক্ষ যুদ্ধ শেষ করার জন্য পরামিতিগুলোকে আনুষ্ঠানিক করার সম্ভাব্য ধাঁচের পাশাপাশি, এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা শর্তগুলোর বিষয়টি উত্থাপন করেছে।„ তিনি উল্লেখ করেন যে, সকল পক্ষ আলোচনার প্রতিটি দিক সম্পর্কে তাদের রাজধানীকে

অবহিত করতে এবং তাদের নেতাদের সাথে পরবর্তী পদক্ষেপ সমন্বয় করতে সম্মত হয়েছে। জেলেনস্কি ইঙ্গিত দেন যে, এ বিষয়ে সম্ভবত আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে আরও বৈঠক হতে পারে।
(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৫.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

সাদ্দামকে কেন পেরোলে মুক্তি দেওয়া হয়নি?

স্ত্রী ও নয় মাসের সন্তানের মৃত্যুতেও প্যারোলে মুক্তির অনুমতি পাননি বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দাম। এ কারণে শনিবার রাত পৌনে ৮টার দিকে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে স্ত্রী-সন্তানের মরদেহ আনা হয় তাকে দেখানোর জন্য। এরপর লাশ বাগেরহাটে নিয়ে দাফন করা হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর পরও প্যারোলেতে মুক্তি না দেওয়ায় সরকারের সমালোচনা হচ্ছে। জানা গেছে, বাগেরহাটের জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্যারোলের আবেদনের পরও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তার এই শৈথিল্যকে, মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে মনে করছেন মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবীরা। তাদের যুক্তি, তিনি চাইলেই প্যারোলে মুক্তি প্রদানের জন্য উদ্যোগ নিতে পারতেন। স্বামী জুয়েল হাসান সাদ্দামের বাড়ির সিলিংয়ে রশির সঙ্গে ঝুলছিলেন গৃহবধূ কানিজ সুবর্ণা ওরফে স্বর্ণালির (২২) মরদেহ। আর নিচে ছিল তার ৯ মাসের শিশু সন্তান সেজাদ হাসানের (নাজিফ) নিথর দেহ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শিশুটিকে বাথরুমের বালতির পানিতে চুবিয়ে রাখা হয়েছিল। তাকে বাঁচানো যাবে, এই ধারণা থেকে স্বজন ও প্রতিবেশীরা দ্রুত শিশুটিকে নিয়ে বাগেরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয় বলে জানান জরুরি বিভাগে তখন দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক সাকিয়া হক। তিনি বলেন, "শুক্রবার দুপুরের দিকে বাবুটাকে হাসপাতালে আনা হয়। তখন আসলে ছিল না। তবে আমরা যখনই একটা পানিতে পড়ার পেশেন্ট পাই, চেষ্টা করি রেসকিউ ব্রেথ দিয়ে দেখতে। যারা নিয়ে আসছিল আমি তাদের জিজ্ঞাসা করছিলাম কতক্ষণ আগে হয়েছে, পানিতে পড়ছে কিনা? যারা নিয়ে আসে তারা কেউ কিছু বলতে পারতেছিল না। পুলিশের ধারণা, সন্তানকে হত্যার পর কানিজ সূবর্ণা নিজে আত্মহত্যা করেছেন।„

প্যারোলে মুক্তির আশায় প্রশাসনের কাছে পরিবারের

স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর পরও সাদ্দামকে কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি না দেওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সবখানে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। বলা হচ্ছে, স্ত্রী ও সন্তান নিহত হওয়ার পর তাদেরকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে প্যারোলে মুক্তি না দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত অমানবিক। তবে প্রশ্ন হলো, কেন সাদ্দামকে মুক্তি দেওয়া হয়নি? তার পরিবার কি প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেনি? বিষয়টি জানতে সাদ্দামের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছে ডয়চে ভেলে। সাদ্দামকে প্যারোলে মুক্তির জন্য প্রশাসনের কাছে গিয়েছিলেন তার মামা মো. হেমায়েত উদ্দিন। ডয়চে ভেলেকে তিনি জানান, প্যারোলের জন্য তিনি প্রথমে বাগেরহাটের জেলা প্রসাশকের দপ্তরে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেই সহযোগিতা প্রয়োজন, ঠিক ততটা সহযোগিতা তিনি সেখানে পাননি, এমন অভিযোগ উঠেছে। তিনি জানালেন, "প্যারোলের জন্য আমি প্রথমে ডিসি (বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক) অফিসে গেছিলাম। শুক্রবার অফিস তো বন্ধ ছিল। পরে আছরের নামাজের পর তার বাংলোয় ছিলাম। সেখানে আমি লিখিত আবেদন দেই।„

জানা গেছে, বাংলোতে থাকা দপ্তরের সহকারীর কাছে আবদন জমা দিয়েছিলেন হেমায়েত উদ্দিন। ডয়চে ভেলেকে তিনি বললেন, ডিসির অফিস থেকে তাকে জানানো হয় যে, "এটি আইনে কাভার করে না। আমার সরি।„ তিনি বলেন, "আমি তখন বারবার চেষ্টা করলাম। তখন আমি বলি, কী করার? আমরা কি জেল সুপারের কাছে যাব? সেখান (ডিসির বাংলোর দপ্তর থেকে) থেকে জানানো হয়, বন্দি যদি বাগেরহাটে থাকতেন, তাহলে আমরা প্যারোলে মুক্তি দিতে পারতাম।„ এরপর প্যারোলে মুক্তির আশায় সন্ধ্যায় বাগেরহাটের জেল সুপারের কাছে যান হেমায়েত উদ্দিন। ডয়চে ভেলেকে হেমায়েত উদ্দিন বলেন, "তিনি (জেল সুপার) বলেন, দেখেন সে আছে তো যশোরে। এটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না।„ হেমায়েত উদ্দিন জানান, এসময় তাকে একটি পরামর্শ দেন বাগেরহাটের জেল সুপার। জানা গেছে, হেমায়েত উদ্দিনকে পরামর্শ হিসেবে বাগেরহাটের জেল সুপার বলেন, "লাস্ট একটা কাজ করতে পারেন, আপনারা মরদেহ নিয়ে যশোর কারাগারে গিয়ে দেখায় নিয়ে আসতে পারেন।„ হেমায়েত উদ্দিন জানান, "প্যারোলের জন্য আমাদের কেউ যশোরে আবেদনের বিষয়ে বলেনি। আমরা বারবার বলেছি, এমন কোনো ওয়ে আছে কিনা যে, আমরা এটা করতে পারব। আমরা তো জানিই না যশোরে আবেদন করতে হবে। এটা তো কেউ আমাদের বলেনি।„

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের এপ্রিলে গোপালগঞ্জ থেকে ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি বর্তমানে ১১টি মামলায় যশোর কারাগারে আছেন। এদিকে, এ বিষয়ে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছেন, "শুক্রবার আমি যখন নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, প্যারোলে মুক্তির জন্য একজন গিয়েছিল, এ বিষয়ে আমি জানতে পারি জেল সুপারের মাধ্যমে। তিনি জানান যে, ওই বন্দি আছে যশোর কারাগারে। আমার সঙ্গে তাদের সরাসরি কথা হয়নি। তবে, একটি লিখিত আবেদন তারা দিয়ে যায়। তখন তাদের জানানো হয়, এটা আসলে

যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করতে হবে। জেল সুপারও যশোর কারাগারে বিষয়টি আগাম জানিয়ে রাখে। তবে, যশোরে তারা আবেদন করেছে, না করেনি, তা আর আমাদের জানা হয়নি।„ জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে আইনি দিক উল্লেখ করে বলেন, প্যারোল নীতিমালা (২০১৬) অনুযায়ী, যে জেলায় বন্দি কারাগারে আছেন, সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই প্যারোলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। যেহেতু এই বন্দি বাগেরহাটের কারাগারে ছিলেন না, তাই তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তবে তারা সৎ পরামর্শ দিয়েছেন বলে তার দাবি।

জেলা প্রশাসকের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একজন আইনজীবীর সাথে কথা বলেছে ডয়চে ভেলে। সিনিয়র আইনজীবী মনজিল মোরশেদ মনে করেন, বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক এই ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "জেলা প্রশাসক সঠিক কথা বলেননি। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল আবেদনটি যশোর জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো। জেলা প্রশাসক কেন, তারা যদি ইউএনও'র কাছেও আবেদন করত, তিনি একইভাবে এটা প্রক্রিয়া করতে পারতেন। কিন্তু নিজের জেলায় বন্দি নেই বলে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক দায় এড়াতে পারেন না। একজন সাধারণ মানুষ তো তার কাছে থাকা প্রশাসনের কাছেই যাবে। তারাই ব্যবস্থা করবেন। এর আগেও এমন অনেক নজির আছে।„ এই ঘটনায় যশোর জেলা প্রশাসকের মিডিয়া সেল একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সেখানে বলা হয়, বাগেরহাট কারাগার থেকে ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর সাদ্দামকে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়। তার স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো ধরনের আবেদন করা হয়নি।

সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার আবিদ আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এখানে কারা কর্তৃপক্ষের কোনো গাফিলতি নেই। প্যারোল সাধারণত কারা কর্তৃপক্ষ দেখে না, প্যারোল বাস্তবায়ন করে কারা কর্তৃপক্ষ। মূলত প্যারোল দেয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এটা তার এখতিয়ার। আমাদের কাছে প্যারোলের আদেশ এলে ওই আদেশের একটা অংশ হিসেবে বন্দিকে সংশ্লিষ্ট পুলিশের হাতে হস্তান্তর করি। আমার সঙ্গে একজন যোগাযোগ করেছিল তারা লাশ কারা গেটে আনতে চায়। আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাদের দেখা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এর বাইরে আমাদের কিছু করার ছিল না।„

মানসিক চাপে কানিজ

কানিজের বাবা জেলা জাতীয় পার্টির সহ-সভাপতি মো. রুহুল আমিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "মেয়ে আমাকে বারবার বলেছিল, তোমার জামাইয়ের মুক্তির ব্যবস্থা করো। আমি সাদ্দামের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে একাধিকার কথা বলেছি, সে আমাকে বলেছে জামিন তো হচ্ছে, কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ ছাড়ছে না। একটা মামলায় জামিন হলে পুলিশ আরেকটা মামলা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে ওর বিরুদ্ধে ১১টি মামলা দিয়েছে। অথচ দুইটা মামলার এজাহারে ওর নাম আছে। এই কারণে চরম হতাশ হয়ে পড়েছিল কানিজ। আমি মেয়ের মৃত্যুর বিচার চাই।„ কানিজের বাবা রুহুল আমিন এই ঘটনায় বাদী হয়ে শনিবার থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। তবে মামলায় কাউকে আসামি করেননি। সাদ্দামের ছোট ভাই মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, "আমার ভাবী ভাইকে খুব ভালোবাসত। তাকে জেল থেকে বের করতে না পারায় সে অনেক ভেঙে পড়েছিল। বাড়িতে কেউ ছিল না, তখনই ওই ঘটনা ঘটে।„ শহিদুল ইসলাম বলেন, "ভাবী শুধু বলত যে, আপনার ভাই কি ছাড়া পাবে না? বিভিন্নজন বিভিন্ন সময় তাকে বলেছে, সে কখনও ছাড়া পাবে না। ছাড়া পেলেও তোর স্বামী যে ভাইরাল হইছে, তাকে মেরে ফেলবে। এগুলো নিয়ে সে খুব হতাশ ছিল। আমরা চারবার ভাইয়ের জামিন করিয়েছি। কিন্তু আবার নতুন মামলায় জেলগেট থেকে নিয়ে যায়। সাদ্দামের নামে এখনো ১১টি মামলা আছে। সবগুলো রাজনৈতিক মামলা।„

জেলগেটে স্ত্রী-সন্তানকে শেষ দেখা

কানিজ ও তার সন্তান সেজাদের মরদেহ শুক্রবার লাশবাহী গাড়িতে করে যশোর কারাগারের সামনে নেওয়া হয় বন্দি সাদ্দামকে শেষবার দেখানোর জন্য। সেখানে সাদ্দাম ৫ মিনিটের কম সময় পান তাদের দেখার জন্য। সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে সাদ্দামের ভাই শহিদুল ইসলাম বলেন, "আমার ভাই বাচ্চাকে কোলে নিতে পারেনি। এই আক্ষেপে গতকাল বলছে, "জীবিত অবস্থায় আমি আমার বাচ্চাকে কোলে নিতে পারলাম না, মৃত্যুর পর কোলে নিয়ে কী করব ।„ সে সন্তানের মাথায় হাত রেখে বলেছে, "আমি ভালো বাবা হতে পারলাম না, আমি ভালো স্বামী হতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করে দিও।„ এটা ছিল আমার ভাইয়ার শেষ কথা।„ স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর ফেসবুকে স্ত্রীর কাছে সাদ্দামের লেখা বলে একটি চিঠি ভাইরাল হয়েছে। ওই চিঠিতে সন্তানকে কোলে নিতে না পারার আক্ষেপের কথা বলেছেন তিনি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়সারা বক্তব্য

এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়, "স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুতে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বন্দি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে তার পরিবারের পক্ষ থেকে যশোর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর কোনো আবেদন করা হয়নি।

সাদ্দামের পরিবারের মৌখিক অভিপ্রায় অনুযায়ী, যশোর জেলগেটে স্ত্রী ও সন্তানের লাশ দেখানোর সিদ্ধান্ত হয়। মানবিক দিক বিবেচনা করে এ বিষয়ে যশোর জেলা প্রশাসন ও যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হয়েছে।„ সেইসাথে বিবৃতিতে `বিভিন্ন গণমাধ্যম সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার সমুন্নত রাখবে' বলে প্রত্যাশার কথা জানায় মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, বিজ্ঞপ্তিতে ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কাছে যেই আবেদন করা হয়েছিল, সে ব্যাপারে কিছুই বলেনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক জুয়েল হাসান সাদ্দামকে তার মৃত স্ত্রী ও ৯ মাস বয়সী শিশু সন্তানের জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা সত্ত্বেও মুক্তি না দিয়ে কেবল কারা ফটকে দেখানো সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান আইনি সুরক্ষার অধিকারী। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ নাগরিককে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রদান করে। ৩৫(৫) অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর দণ্ড বা আচরণের শিকার করা যাবে না। একজন বিচারাধীন বন্দি হিসেবে জুয়েল হাসান সাদ্দাম এসব সাংবিধানিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত নন। অথচ তার স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যুজনিত চরম মানবিক পরিস্থিতিতে পরিবারের আবেদন থাকা সত্ত্বেও প্যারোলে মুক্তি না দেওয়া এবং জানাজা ও দাফনে অংশগ্রহণের সুযোগ অস্বীকার করা কার্যত তাকে অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণের শিকার করেছে। এটি সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদের সরাসরি ব্যত্যয়।„

প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে সরকারি নীতিমালার কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালের ১ জুন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। ওই নীতিমালায় বলা হয়েছে, ভিআইপি বা অন্য সব শ্রেণির কয়েদি বা হাজতি বন্দিদের নিকটাত্মীয়ের, যেমন বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসন্ততি এবং আপন ভাই-বোন মারা গেলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া যাবে। এই নীতিমালা প্রশাসনিক বিবেচনার বিষয় হলেও তা ইচ্ছেমতো, নির্বিচারে বা কোনো যুক্তি প্রকাশ না করে প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে পরিবার থেকে আবেদন জানানো সত্ত্বেও এ বিধান প্রয়োগ না করা আইনের উদ্দেশ্য ও ন্যায্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।„ মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এটা তো অবশ্যই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আমরা তো পরিস্থিতির কোনো উন্নতি দেখছি না। ৫ আগস্টের আগেও যা ছিল, এখনো তাই আছে। বরং এখন আরও বেশি খারাপ হয়েছে। মানুষের বাগ্‌স্বাধীনতা নেই। কথা বললেই মবের শিকার হওয়ার আশঙ্কা আছে। সবাই সেলফ সেন্সরশিপের মাধ্যমে চলছেন। ফলে এসব নিয়ে কথা বলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

কমিশনের প্রতি বিদেশি কূটনীতিকদের শতভাগ আস্থা রয়েছে : সিইসি

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানার পর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনের প্রতি বিদেশি কূটনীতিকরা আস্থা প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এম নাসির উদ্দিন। রোববার রাজধানীর গুলশানে দ্য ওয়েস্টিনে, বাংলাদেশে অবস্থিত দূতাবাস ও মিশনে কর্মরত সব বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য আমরা কী কী প্রস্তুতি নিয়েছি, তার সব প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের আমরা জানিয়েছি। তারা আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের সব কর্মকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের কর্মকাণ্ড পুরোটা আমরা তাদের সামনে তুলে ধরেছি। আমরা তাদের জানিয়েছি যে, এখানে কোনো লুকোচুরির ব্যাপার নেই। আমরা ইনশাল্লাহ একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জাতিকে উপহার দিতে পারব, এ বিষয়ে তারা আশাবাদী। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমাদের প্রস্তুতির পাশাপাশি নির্বাচন উপলক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মোতায়েন বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা কী, তা জানতে চেয়েছেন। আমরা তাদের জানিয়েছি যে, নির্বাচন উপলক্ষ্যে আমরা পুলিশের পাশাপাশি, সেনাবাহিনী ও আনসার সদস্য মোতায়েন করব। তিনি বলেন, তারা আমাদের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝেছেন। আমাদের যে উদ্দেশ্য একেবারেই স্বচ্ছ এবং ফোকাস একটা সুন্দর নির্বাচন আয়োজন। এ ব্যাপারে তারা বুঝতে পেরেছেন এবং তারা খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আগামীতে তারা আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

বয়স্ক-বিধবা-অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মাসিক ভাতা বাড়ছে ৫০ টাকা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত নারী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম ভাতার মাসিক হার ৫০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে এ বিষয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় ওয়ার্কি কমিটি।

প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে বর্তমানে মাসিক ৬৫০ টাকা ভাতা বেড়ে ৭০০ টাকা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দেওয়া বিভিন্ন ভাতার হার বৃদ্ধি, হ্রাস বা অপরিবর্তিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য ১৩ জানুয়ারি আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যকরী কমিটি গঠন করে সরকার। কমিটিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চারটি কর্মসূচি-বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের `মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের `অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি পর্যালোচনা করতে বলা হয়। ভাতার হার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভোক্তা মূল্যসূচককে বেঞ্চমার্ক অর্থনৈতিক সূচক হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলা হয়। বছরে অন্তত একবার ভাতার হার পর্যালোচনা করে কমিটিকে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন অর্থ সচিবের কাছে জমা দিতে বলা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

ঢাবিতে চাঁদাবাজির অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন, লিখিত অভিযোগ ছাত্রদলের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভ্রাম্যমাণ ও ক্ষুদ্র দোকান ঘিরে চাঁদাবাজি, ভাঙচুর ও উচ্ছেদের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করে। রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাবি ছাত্রদলের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যাচাই করতে চার সদস্যের একটি সত্যানুসন্ধান তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনের সই করা আবেদনপত্রে বলা হয়েছে, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বিতর্কিত ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নির্বাচনের পর থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা ছোট দোকানগুলোকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজির সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। কতিপয় বিতর্কিত ডাকসু প্রতিনিধি, প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে এই সিন্ডিকেট পরিচালনা করছে। সিন্ডিকেটের বাইরের দোকানগুলোকে ভাঙচুর এবং উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এছাড়া, গত রাতে প্রায় দেড় মাস আগের একটি ভিডিও কাট-ছাঁট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ তৈরি করে সহিংসতা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আবেদনপত্রে দুটি দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। এক, ক্যাম্পাসে ছোট ব্যবসা ও দোকানপাট পরিচালনার নিয়ম-নীতি স্পষ্ট করে প্রচার করা। দুই, অভিযুক্ত ডাকসু প্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ। দাবিগুলোর বিষয়ে আজ রাত ৮টার মধ্যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব দাবি বাস্তবায়ন না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি। এছাড়া, সংগঠনটি ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা ও শিক্ষা পরিবেশ রক্ষায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

সরকার পাল্টালেও `কারা হেফাজতে, মৃত্যু কমেনি, বেড়েছে আরও

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে প্রতি বছর কারা হেফাজতে মৃত্যুর যে ভয়াবহ চিত্র ছিল, গণ-অভ্যুত্থানের পরও তার পরিবর্তন হয়নি। বরং ২০২৩ ও ২০২৪ সালের চেয়ে ২০২৫ সালে কারা হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেড়েছে। কারা হেফাজতে মৃত্যু দীর্ঘদিন ধরেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি স্থায়ী অভিযোগ। ক্ষমতার পালাবদল হলেও রাষ্ট্রীয় হেফাজতে মানুষের মৃত্যুর দায় এড়াতে পারেনি কোনো সরকারই। আওয়ামী লীগ শাসনামলে এ ধরনের মৃত্যুকে প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। কারা অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পর্যবেক্ষণ বলছে, গণ-অভ্যুত্থানের পরও কারা হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় একই রয়ে গেছে। অর্থাৎ, সরকার বদলালেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও কারা প্রশাসনের জবাবদিহিতায় কার্যকর কোনো পরিবর্তন আসেনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনের দিন ও আগে যে-কোনো সহিংসতায় আওয়ামী লীগকে দায়ী করা হবে

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিনে সংঘটিত যে-কোনো সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করা হবে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সম্প্রতি, নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে `নির্বাচন বানচালে সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়ানোর উসকানি, রয়েছে উল্লেখ করে উদ্বেগের কথাও জানিয়েছে ঢাকা। রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে। শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় গভীর বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারের পক্ষ থেকে এটিকে `সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের পরিপন্থি, বলে দাবি করা হয়েছে। সরকার বলছে, দিল্লিতে দেওয়া বক্তব্যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের পতনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়ানোর উসকানি দিয়েছেন। এ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং দলীয় অনুসারী ও সাধারণ জনগণকে

নির্বাচন ভন্ডুল করতে সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়ানোর আহ্বান জানান। অন্তর্বর্তী সরকার মনে করে, নয়াদিল্লিতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেওয়া আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের প্রচলিত নীতিমালা, সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের পরিপন্থি। "এটি বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতি একটি স্পষ্ট অবমাননা এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের জন্য একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত„ উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ নয়, সরকার অপরাধীদের জামিনের বিরুদ্ধে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সরকার আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ নয়, অপরাধীদের জামিনের বিরুদ্ধে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। রোববার সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কৃষির সার্বিক বিষয়ে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন হার বৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরার পর সাংবাদিকরা স্ত্রী ও ৯ মাসের শিশু সন্তানের মৃত্যুতে বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তি না মেলার বিষয়ে উপদেষ্টার কাছে জানতে চান। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল। এ নিয়ে সরকারের সমালোচনা করছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু কৃষির বাইরে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি ছিলেন না উপদেষ্টা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

লালমনিরহাটে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ২০

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় নির্বাচনি প্রচারণা ও গণসংযোগকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিএনপি ও জামায়াত একে অপরকে দায়ী করেছে। রোববার বিকেলে হাতীবান্ধা উপজেলার টংভাঙ্গা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেডিক্যাল মোড় সংলগ্ন কসাইটারী এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

সাফ জয়ী নারী ফুটসাল দলকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

বাংলাদেশ নারী ফুটসাল দলের ঐতিহাসিক সাফল্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। রোববার এক অভিনন্দন বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়ানশিপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে শিরোপা অর্জন দেশের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য গৌরবের। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই সাফল্য বাংলাদেশের নারী ক্রীড়াবিদদের অদম্য মনোবল, পরিশ্রম ও সক্ষমতার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রধান উপদেষ্টা বিজয়ী দলের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই অর্জন দেশের তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলায় আরও উৎসাহিত করবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে। তিনি ভবিষ্যতেও নারী ক্রীড়াবিদদের ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করেন। প্রসঙ্গত, প্রথমবারের মতো আয়োজিত সাফ নারী ফুটসাল চ[]যাম্পিয়নশিপে আজ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে টুর্নামেন্টের শেষ দিনে মালদ্বীপকে ১৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বাংলাদেশ। আজ প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

সাফ জয়ী নারী ফুটসাল দলকে বিএনপি মহাসচিবের অভিনন্দন

সাফ জয়ী নারী ফুটসাল দলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার দেওয়া এক অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো ব্যাংককে আয়োজিত সাফ নারী ফুটসালে মালদ্বীপের বিপক্ষে ১৪ গোলের ব্যবধানে জয় পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ দল সারা বিশ্বে দেশের জন্য গৌরবময় সম্মান বয়ে এনেছে। এই জয় মালদ্বীপের বিপক্ষে সাফ নারী ফুটসালে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বড় সাফল্য। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও বলেন, এই জয়ের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ নারী ফুটসাল দলের সুদৃঢ় মনোবল ও ক্রীড়া নৈপুণ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলো। অদূর ভবিষ্যতে তারা বাংলাদেশের মুখ আরও উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ আসাদ)

গতবারের চেয়েও এবার রোজায় পণ্যের দাম কম থাকবে : বাণিজ্য উপদেষ্টা

দেশে রমজানের পণ্যের কোনো সরবরাহ সংকট নেই, বরং আমদানি গত বছরের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি হয়েছে। যে কারণে আসন্ন রমজানে পণ্যের দাম গত বছরের চেয়ে কম থাকবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন। রোববার (২৫ জানুয়ারি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আসন্ন রমজান উপলক্ষ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ রিহাব)

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কঙ্গো গেলেন বিমানবাহিনীর ৩৫ সদস্য

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এভিয়েশন ট্রান্সপোর্ট ইউনিট কন্টিনজেন্টের ৬২ জন শান্তিরক্ষীকে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিমানবাহিনীর ৩৫ জন সদস্য ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের জাতিসংঘের ভাড়াকৃত বিমানে রোববার (২৫ জানুয়ারি) কঙ্গোর উদ্দেশ্যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা ত্যাগ করেন। নতুন কন্টিনজেন্টের অবশিষ্ট ২৭ জন সদস্য আগামী ২ ফেব্রুয়ারি একই এয়ারলাইন্সের বিমানে কঙ্গোর উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বেন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এই কন্টিনজেন্টের নেতৃত্বে থাকছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সেলিম জাভেদ। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, কঙ্গোতে বিবাদ ও সংঘাত নিরসনে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এর মাধ্যমে তারা কঙ্গো সরকার ও সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তাদের অর্জিত সুনাম ও সাফল্য অক্ষুণ্ন রেখে ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনের জন্য শান্তিরক্ষীদের কামনায় বিমানবন্দরে এক মোনাজাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ রিহাব)

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাড়ছে ৫ হাজার টাকা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভাতা ও সহায়তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর অংশ হিসেবে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতার হার পাঁচ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ৩২তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে এ বর্ধিত ভাতা কার্যকর হবে। একই সভায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও আহতদের জন্য মাসিক সম্মানী ভাতা চালুর বিষয়েও সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, সভায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, গুরুতর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, মা ও শিশু, জেলে ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের ভাতা ও সহায়তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ রিহাব)

বিশ্ববাজারে কমলেও দেশে বেড়েছে চাল-ডাল-তেলের দাম

ভালো সরবরাহ থাকার পরও রমজান কেন্দ্রিক বাড়তি চাহিদার কিছু কিছু পণ্যের বাজারমূল্য খানিকটা বেশি। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যের মূল্য অনেক কমে দেশে উল্টো চিত্র দেখা গেছে। কোনো কোনো পণ্য দেশে বিক্রি হচ্ছে বেশি দামে। অর্থাৎ, গত বছর রোজার আগে এসব পণ্যের যে দাম ছিল, এ বছর সেগুলোই খানিকটা বাড়তি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রোববার (২৫ জানুয়ারি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত `দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিষয়ক টাস্কফোর্সের দশম সভায় কমিশনের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। বাণিজ্য সচিব মো. মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীনসহ ভোগ্যপণ্যের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ রিহাব)

পৌনে ১৪ কোটি টাকার ক্রুড অয়েল উধাওয়ের ঘটনায় দুদকের অভিযান

জাহাজ থেকে খালাসের সময় পৌনে ১৪ কোটি টাকার ক্রুড অয়েল উধাও হওয়ার ঘটনায় ইস্টার্ন রিফাইনারি ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে (বিএসসি) অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গার ইস্টার্ন রিফাইনারি এবং সল্টগোলা এলাকার বিএসসির প্রধান কার্যালয়ে এ অভিযান চালায় দুদক। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর সহকারী পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ ইমরান। দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর উপ-পরিচালক সুবেল আহমেদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ রিহাব)

রাজশাহীতে বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ৩

রাজশাহীর পুঠিয়ায় বাস-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে, পুঠিয়ার পোল্লাপুকুর এলাকায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজন রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শান্ত ইসলাম। অপর ২ জনের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। শান্ত নিহতের ঘটনায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা। এতে কয়েক কিলোমিটার যানজট তৈরি হয়। পুলিশ জানায়, বিকেলে একটি অটোরিকশা পুঠিয়ার দিকে যাচ্ছিল। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাস অটোরিকশাটিকে মুখোমুখি ধাক্কা দিলে দুমড়ে মুচড়ে যায় রিকশা। এতে ঘটনাস্থলেই শান্ত মারা যান। এছাড়া, হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় আরেক নারী ও একজন ব্যক্তি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

UK SOLDIERS IN AFGHANISTAN 'AMONG GREATEST OF ALL WARRIORS': TRUMP

Donald Trump has praised UK soldiers who fought in Afghanistan after his claim that allied forces avoided the front lines prompted criticism from veterans and politicians. Earlier this week Trump angered US allies by downplaying the role of NATO troops in the war and doubted whether the military alliance would be there for the US "if we ever needed them". Trump's words drew condemnation from international allies, while Sir Keir Starmer called them "insulting and frankly appalling". The UK prime minister spoke to Trump on Saturday, after which the US president used his Truth Social platform to praise UK troops as being "among the greatest of all warriors". (BBC News Web Page: 25/01/26, FARUK)

PEACE TALKS ON RUSSIA-UKRAINE WAR END AS FIGHTING RAGES

The first three-way peace talks between Russia, Ukraine and the US have ended in Abu Dhabi with no apparent breakthrough, as fighting rages. Ukrainian President Volodymyr Zelensky raised the possibility of a second meeting as early as next week, while an American official said a new round would begin on 1 February. The two-day talks ended after waves of Russian air strikes targeted Ukraine's badly damaged energy infrastructure, killing one person and injuring 35 others, Ukrainian officials said. Russia accused Ukraine of attacking an ambulance in Ukrainian territory under its control, killing three medics. Later, it reported a Ukrainian missile attack on energy infrastructure in Belgorod.
(BBC News Web Page: 25/01/26, FARUK)

ISRAELI FORCES KILL PALESTINIAN MAN IN OCCUPIED WEST BANK

Israeli forces have fatally shot a Palestinian man north of Ramallah, the Palestinian Ministry of Health says, as Israel escalates it's violence in the occupied West Bank in tandem with its genocidal war in Gaza. The ministry identified the victim on Sunday as Ammar Hijazi, 34, from Nablus. Wafa, the official Palestinian news agency, said Hijazi was shot while driving a vehicle. Separately, the Israeli military detained a child in the village of Mukhmas in the central West Bank, according to Wafa. Israeli soldiers and settlers have been intensifying their attacks on Palestinians in the West Bank with Israel expanding its settlements in the territory, which are illegal under international law. (BBC News Web Page: 25/01/26, FARUK)

SYRIANS GREET EXTENDED ARMY-SDF CEASEFIRE WITH GUARDED OPTIMISM

Syrians in the northeast of the country have welcomed an extended ceasefire of 15 more days between the military and the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) a day after its announcement. Government troops have seized large swaths of northern and eastern territory in recent weeks from now SDF in a rapid turn of events that has consolidated the rule of President Ahmed al-Sharaa's administration as Syria seeks internal stability and reintegration into the international community and the economic revival that it hopes comes with it. The eruption of fighting has rocked a nation trying to recover from nearly 14 years of war. (BBC News Web Page: 25/01/26, FARUK)

MYANMAR HOLDS FINAL ELECTION ROUND, MILITARY BACKED PARTY SET TO WIN

Polls have opened in Myanmar for the third and final round of a controversial general election, with a military-backed party on course for a landslide win amid a raging civil war. Voting began in 60 townships, including in the cities of Yangon and Mandalay, at 6am local time on Sunday. Critics say the polls are neither free nor fair, and are designed to legitimize military rule in Myanmar, nearly five years after the country's generals ousted the elected government of Aung San Suu Kyi, leading to a civil war that has killed thousands and displaced more than 3.5 million people. Aung San Suu Kyi remains in detention and, like several other opposition groups, her National League for Democracy (NLD) has been dissolved, tilting the political playing field in favour of the military-backed Union Solidarity and Development Party (USDP), which is leading in the polls. So far, the USDP has secured 193 out of 209 seats in the lower house, and 52 out of 78 seats in the upper house, according to the election commission. (BBC News Web Page: 25/01/26, FARUK)

:: THE END ::